তারিখ ... 21 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

সমকাল

গোড়ায় গলদ!

জরিপের তথ্য

- ২৩ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাওয়া হয় না জাতীয় সঙ্গীত
- জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় না ৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে
- ৪৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে নেই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

■ দীপন নন্দী

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ২৩ শতাংশেই গাওয়া হয় না জাতীয় সঙ্গীত। সেইসঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না ৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে। ৮৮ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই গ্রন্থাগার এবং ৪৫ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয় না বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার। ৪১ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে হয় না বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং স্কাউটিং হয় না ৭০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সারাদেশে জরিপের ভিত্তিতে গণসাক্ষরতা অভিযানের তৈরি করা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০১৫ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটি গত বছরের ডিসেম্বরে প্রকাশ করা হয়। সারাদেশের প্রায় এক লাখ দশ হাজার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

শিশুদের দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রথম ধাপ প্রাথমিক শিক্ষা। সেখান থেকেই শিশুরা জানতে পারে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে। সেইসঙ্গে তার সুকুমারবৃত্তি চর্চারও প্রাথমিক পর্যায় এটি। সেখানেই শিক্ষার্থীদের উৎকর্ষ সাধনে নেই পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। শিশুকাল থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ না হওয়া এবং সাংস্কৃতিক চর্চা না থাকায় তারা হাঁটছে বিপথে– এমনটাই মনে করছেন বিশিষ্টজন। সম্প্রতি গুলশান ও শোলাকিয়ার হামলার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা জড়িত ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

গোড়ায় গলদ!

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

থাকায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদের দেশের ইতিহাস জানানো এবং সাংস্কৃতিক চর্চায় যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন বিশিষ্টজন।

এদিকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদসহ অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে স্কুল শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ এবং মানবতামূলক বক্তৃতা শোনানোর উদ্যোগ নিচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ প্রসঙ্গে গতকাল বুধবার ওই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সমকালকে বলেন, এখন থেকে স্কুল অ্যাসেমব্লিতে জাতীয় সঙ্গীতের পর শিক্ষকরা ১০ মিনিট করে বাচ্চাদের শিক্ষা দেবেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী সমকালকে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাতেই একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ তৈরি হয়, যার জন্য জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনটা অপরিহার্য। প্রয়োজন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ। গ্রন্থাগার না থাকলে এগুলো পরিপূর্ণতা পায় না। সেখানে এ ধরনের ফলাফল দুঃখজনক, অগ্রহণযোগ্য এবং আশঙ্কাজনক। ছোটবেলাতেই যদি তারা এসব না শেখে, তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে তারা বিপথে চলে যেতে পারে। তার মতে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত পর্যবেক্ষণে, পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা যখন প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে সভা করেন, তখন এ বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে পারেন। সেইসঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেও তারা সঠিক তথ্য পেতে পারেন।

বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন না হওয়া বাংলাদেশের অস্তিত্বকে 'বুড়ো আঙুল প্রদর্শন' উল্লেখ করে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের তথ্য ভীতিকর। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি দেশপ্রেমই জাগ্রত না হয়, তাহলে সব শিক্ষাই ব্যর্থ হবে। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করতে না পারলে, একটি সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব না। এ ধরনের কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণকে আনন্দঘন করবে। এ বিষয়টি সরকারও জানে, কিন্তু অজানা কারণে তা বাস্তবায়ন হয় না।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর অবশ্য সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত এবং শপথবাক্য পাঠ করার জন্য লিখিত নির্দেশনা দেওয়া আছে বলে জানালেন। তিনি বলেন, বিদ্যালয়গুলোতে যে ক'টি শিফট, সে কয়বার জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ারও নির্দেশনা আছে। এরপর যারা করছেন না, সেসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিষয়ে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি। তিনি বলেন, শিশুদের বিকাশের উদ্দেশ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাগুলো নিয়মিতভাবেই হচ্ছে। তবে স্থানাভাবে অনেক জায়গায় গ্রন্থাগার স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না জানিয়ে তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থাগার বিষয়ে আমরা আন্তরিক।

গণসাক্ষরতা অভিযানের এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ২৩ শতাংশে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। তবে ওই প্রতিবেদনে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনেও পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটেছে বলে জানিয়ে বলা হয়, ১৯৯৮ সালে ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হতো না। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে বলা হয়, বর্তমানে গ্রামের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২৪ শতাংশ এবং শহরের ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না এমন বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয় ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয় ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেন ২৩ দশমিক ২ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ২১ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ৫৭ দশমিক ৩ শতাংশ।

এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৯ দশমিক ৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না। ১৯৯৮ সালে এ হার ছিল ৩৭ দশমিক ২ শতাংশ। বর্তমানে গ্রামের ৯ দশমিক ৯ এবং শহরের ৪ দশমিক ৮ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না। সরকারি এবং নতুন জাতীয়করণ করা সব বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। তবে কিন্ডারগার্টেনগুলোর মধ্যে ৫ দশমিক ১ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ২৭ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় না।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয় না। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে এ হার ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এ হার ৩৮ দশমিক ৩ শতাংশ। সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ২৬ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয় ৪০ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেনে ২৬ দশমিক ১ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ৭৫ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ৬১ দশমিক ৩ শতাংশ।

গ্রন্থাগার মাত্র ১২ দশমিক ৬ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে : প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মাত্র ১২ দশমিক ৬ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার রয়েছে। এর মধ্যে গ্রামে ১২ দশমিক ১ এবং শহরে ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার রয়েছে। যার মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ে ১৮ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়ে ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেনে ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ৫৩ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় ২ দশমিক ৭ শতাংশ। যার মধ্যে গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা কক্ষ রয়েছে মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশের।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নেই ৪১ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে : প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৪১ শতাংশে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় না। এর মধ্যে গ্রামের বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে এ হার ৪১ দশমিক ৭ শতাংশ এবং শহরের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এ হার ৩৬ দশমিক ৯ শতাংশ। সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয় ২৮ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেন ২৯ দশমিক ৯ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ৮৩ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ৬১ দশমিক ৩ শতাংশ।

শরীরচর্চা নেই ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে : এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৪২ দশমিক ৭ শতাংশে শরীরচর্চার ব্যবস্থা নেই। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে এ হার ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এ হার ৩০ শতাংশ। সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়ে ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেনে ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ৫২ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ৮০ শতাংশে শরীরচর্চার ব্যবস্থা নেই।

৭০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে নেই স্কাউটিং : প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৬৯ দশমিক ৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে কাব-স্কাউটিংয়ের চর্চা ব্যবস্থা নেই। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে এ হার ৬৯ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এ হার ৭২ দশমিক ৫ শতাংশ। সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ৩৮ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয় ৬৩ দশমিক ৩ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেন ৮৫.৫ শতাংশ। সারাদেশের কোনো উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় কাব-স্কাউটিং চর্চার ব্যবস্থা নেই।